سِتُّوْنَ سُؤَالاً

فِيْ أَحْكَامِ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ

فِيْ ضُوْءِ مَا وَرَدَ فِيْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে

ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব সম্পর্কীয় ষাটটি প্রশ্নোত্তর

মূল:

শাইখ মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল-উসাইমীন

মর্মানুবাদ:

মোস্তাফিজুর রহমান ইবনু আব্দিল আজিজ আল-মাদানী

সম্পাদনায়:

শাইখ আব্দুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়:

المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعذر وأم الحمام ، الرياض

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা অফিস

পোঃ বক্স নং ৩১০২১ ফোনঃ ০১১-৪৮২৬৪৬৬ ফ্যাক্সঃ ০১১-৪৮২৭৪৮৯

আল-মা'যার ও উম্মুল-হামাম, রিয়াদ ১১৪৯৭

ভূমিকা

الْحَمْدُ لله، وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ الله، مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ الله، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ سَارَ عَلَى دَرْبِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ.

প্রিয় মুসলিম বোন! উলামায়ে কিরামের নিকট ইবাদাতের ক্ষেত্রে মহিলাদের ঋতুস্রাব সংক্রান্ত প্রশ্নাবলী বেশি বেশি আসার দরুন আমরা বার বার আসা প্রশ্নগুলো উত্তরসহ এখানে একত্রিত করলাম। তবে সংক্ষিপ্ততার দিকে লক্ষ্য রেখে সেগুলোকে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করা হয়নি।

প্রিয় মুসলিম বোন! শরীয়তে ফিকহের অতীব গুরুত্বের দিকে খেয়াল রেখেই আমরা এগুলোকে আপনার হাতের নাগালে নিয়ে আসলাম। যাতে আপনি জেনেশুনে আল্লাহর ইবাদাত করতে পারেন।

কিছু কিছু প্রশ্নোত্তর বার বার উল্লেখ করার কারণ হলো সেখানে এমন কিছু বাড়তি ফায়েদা রয়েছে যা পূর্বের প্রশ্নোত্তরে নেই।

সালাত ও সিয়ামের ক্ষেত্রে ঋতুস্রাব সম্পর্কিত বিধানাবলী:

প্রশ্ন নং ১. ফজরের পরপরই কোন মহিলা পবিত্র হলে সে কি কোন কিছু না খেয়ে সেই দিন রোযা রাখবে? রাখলেও সে রোযা কি ধর্তব্য হবে, না কি সেটির কাযা করতে হবে?

উত্তর: কোন মহিলা ফজরের পর পবিত্র হলে তার কোন কিছু না খেয়ে উপবাস থাকার ব্যাপারে আলিমদের দু'টি মত রয়েছে:

ক. সে বাকি দিন কোন কিছু না খেয়ে উপবাস থাকবে। তবে এটিকে রোযা হিসেবে ধরা হবে না। বরং তাকে এর পরিবর্তে একটি রোযা কাযা করতে হবে।

খ. তাকে বাকি দিন কোন কিছু না খেয়ে উপবাস থাকতে হবে না। যেহেতু এ দিন রোযা রাখলে তার রোযা শুদ্ধ হবে না। কারণ, সে এ দিনের শুরুতে ঋতুবতী ছিলো। অতএব, যদি তার রোযা এ দিন শুদ্ধ না-ই হয়ে থাকে তাহলে তার কোন কিছু না খেয়ে সে দিন উপবাস থাকায় কোন লাভ নেই। উপরন্তু এ দিন তার জন্য

মর্যাদার বস্তু নয়। যেহেতু এ দিনের শুরুতে রোযা না রাখতেই আদিষ্ট ছিলো। বরং তার জন্য এ দিন রোযা রাখা হারামও ছিলো। আর শরীয়তের দৃষ্টিতে রোযা মানেই হলো আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সুবহে সাদিক থেকে সূর্য ডুবা পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকা। মূলতঃ এ মতটি প্রথম মতের চেয়ে শক্তিশালী। তবে উভয় মতেই এ দিনের রোযা কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন নং ২. একজন ঋতুবতী মহিলা পবিত্র হয়ে ফজরের পর গোসল সেরে সালাত ও সওম আদায় করলে সেই দিনের রোযা কি তাকে কাযা করতে হবে?

উত্তরঃ একজন ঋতুবতী মহিলা রামাযান মাসে সুবহে সাদিকের এক মিনিট আগেও নিশ্চিতভাবে পবিত্র হলে তাকে অবশ্যই রোযা রাখতে হবে। তার এই রোযা শুদ্ধ হবে এবং তাকে এর কাযা করতে হবে না। কারণ, সে পবিত্রাবস্থায় রোযা রেখেছে। যদিও সে ফজরের পর গোসল করেছে। যেমনিভাবে একজন ব্যক্তি স্বপ্নদোষ বা সহবাসের মাধ্যমে অপবিত্রাবস্থায় সেহরী খেয়ে রোযা রাখলে তার রোযা হয়ে যাবে। যদিও সে ফজরের পর গোসল করেছে।

এ ক্ষেত্রে আরেকটি ব্যাপার স্মরণ করিয়ে দেয়া দরকার যে, কিছু কিছু মহিলা মনে করে যে, ইফতারের পর মাগরিবের নামাযের আগে ঋতুস্রাব আসলে তার সেই রোযা শুদ্ধ হয় না। বরং আমরা বলবো, সূর্য ডুবার একটু পরে ঋতুস্রাব আসলেও তার রোযা শুদ্ধ হবে।

প্রশ্ন নং ৩. চল্লিশ দিনের পূর্বে কোন সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলা পবিত্র হলে তার জন্য সালাত-সওম কি বাধ্যতামূলক?

উত্তরঃ কোন সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলা চল্লিশ দিনের আগে পবিত্র হলে তার জন্য সালাত ও সওম বাধ্যতামূলক। তেমনিভাবে তার স্বামী তার সাথে সহবাসও করতে পারবে। যেহেতু সে এখন পরিপূর্ণ পবিত্র।

প্রশ্ন নং ৪. কোন মহিলার স্বাভাবিক ঋতুস্রাব ৭ বা ৮ দিন হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তা অতিক্রম করে এরচেয়ে বেশি স্রাব দেখা দিলে তার বিধান কী?

উত্তরঃ কোন মহিলার স্বাভাবিক ঋতুস্রাব ৭ বা ৮ দিন হওয়া সত্ত্বেও কখনো কখনো তা অতিক্রম করে ৯, ১০ বা ১১ দিন হলে সে সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করবে না। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঋতুস্রাবের কোন সীমারেখা বলে যাননি। তেমনিভাবে কুরআন মাজীদেও তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿يَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ، قُلْ هُوَ أَذًى﴾.

"মানুষ আপনাকে ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবে। আপনি বলুন, তা নাপাক"। (আল-বাকারাহ: ২২২)

সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত তার স্রাব চালু থাকবে সে পবিত্র হয়ে গোসল করে সালাত আদায় করা পর্যন্ত ঋতুস্রাবী বলেই গণ্য হবে। তেমনিভাবে পরের মাসে স্বাভাবিকতার চেয়ে স্রাব কম হলেও সে পবিত্র হয়ে গোসল করে সালাত আদায় করবে। মোটকথা, মহিলার স্রাব যতক্ষণ চালু থাকবে সে ঋতুস্রাবী বলেই গণ্য হবে। চাই তার স্রাব আগের অভ্যাস মাফিক হোক অথবা তার চেয়ে কম বা বেশি।

প্রশ্ন নং ৫. সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলা কি সালাত ও সওম আদায় না করে চল্লিশ দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করবে? না কি স্রাব বন্ধ হলেই সে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করবে? তেমনিভাবে পবিত্রার সর্বনিম্ন সময় কতটুকু?

উত্তর: সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলার পবিত্রতার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। ফলে যতোদিন তার স্রাব চলবে ততোদিন সে সালাত, সওম ও স্বামীর সাথে সহবাস করবে না। আর যদি সে চল্লিশ দিনের আগেই পবিত্রতা দেখতে পায় তাহলে সে সালাত, সওম ও স্বামীর সাথে সহবাস করবে। যদিও তার স্রাব ৫ বা ১০ দিন হোক না কেন। মোটকথা, সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব একটি দৃশ্যমাণ বস্তু। সুতরাং তা থাকলে বিধানও থাকবে। আর তা না থাকলে বিধানও থাকবে না। তবে তা ৬০ দিনের বেশি হলে রোগ বলে গণ্য হবে। ফলে সে ঋতুস্রাবের স্বাভাবিক সময়টুকু কেবল সালাত আদায় করবে না। তবে সে সময় পার হয়ে গেলে সে গোসল করে সালাত আদায় করবে।

প্রশ্ন নং ৬. যদি রামাযান মাসে কোন মহিলার সামান্য রক্তের ফোটা দেখা যায়। আর তা পুরো রামাযান মাস চালু থাকা সত্ত্বেও সে যদি সওম পালন করে। তার সে সওম কি বিশুদ্ধ হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তার সওম বিশুদ্ধ হবে। কারণ, তার এ ফোটাগুলো রোগ ছাড়া আর কিছুই নয়। আলী ইবনু আবী তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: "নাকের রক্তের ন্যায় এ ফোটাগুলো মূলতঃ ঋতুস্রাব নয়"।

প্রশ্ন নং ৭. কোন ঋতুস্রাবী ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলা ফজরের পূর্বে পবিত্র হয়ে ফজরের পর গোসল করলে তার রোযা কি শুদ্ধ হবে?

উত্তর: হ্যাঁ, তাদের রোযা বিশুদ্ধ হবে। যেহেতু তারা সে সময় রোযা রাখার উপযুক্ত ছিলো। যেমনিভাবে ফজরের পূর্বে কারো গোসল ফরয হলে সে ফজরের পর গোসল করলে তার রোযা বিশুদ্ধ হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَالْآنَ بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ، وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾.

"অতএব, এখন থেকে তোমরা তাদের সাথে সহবাস করে তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বরাদ্দকৃত বস্তু অনুসন্ধান করতে পারো। উপরন্তু তোমরা খাও ও পান করো যতক্ষণ না ফজরের সাদা রেখা কালো রেখা থেকে প্রকাশ পায়"। (আল-বাকারাহ: ১৮৭)

যখন আল্লাহ তা'আলা ফজর পর্যন্ত সহবাসের অনুমতি দিলেন তখন এ থেকে বুঝা যায় যে, গোসলের কাজ ফজরের পরে তথা সালাতের পূর্বে হলেও চলবে।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজ স্ত্রীর সাথে সহবাস করে অপবিত্র হয়ে রোযা অবস্থায় সকালে উপনীত হতেন"। (বুখারী, হাদীস ১৯৩১ মুসলিম, হাদীস ১১০৯)

প্রশ্ন নং ৮. জনৈকা মহিলা সূর্য ডুবার আগে ঋতুস্রাবের ব্যথা অনুভব করেছে; অথচ সূর্য ডুবার পরই তার ঋতুস্রাব হয়েছে। এমতাবস্থায় তার রোযা কি বিশুদ্ধ হয়েছে?

উত্তর: হ্যাঁ, তার রোযা বিশুদ্ধ হবে। তাকে এর কাযা করতে হবে না।

প্রশ্ন নং ৯. কোন মহিলা স্রাব দেখলো। তবে সে নিশ্চিত নয় যে, এটি ঋতুস্রাব। তাহলে তার রোযার কী হবে?

উত্তর: তার রোযা বিশুদ্ধ হবে। যেহেতু আসল হলো স্রাবটি ঋতুস্রাব না হওয়া। যতক্ষণ না ঋতুস্রাব বলে প্রমাণিত হবে।

প্রশ্ন নং ১০. জনৈকা মহিলা দিনের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে রক্তের সামান্য আলামত অথবা ফোটা ফোটা রক্ত দেখলো। কখনো সে তা ঋতুস্রাব কালীন সময়ে দেখে। আবার কখনো অন্য সময়। তখন তার রোযার কী হবে?

উত্তর: এতে তার রোযা নষ্ট হবে না। তবে সে যদি ঋতুস্রাব কালীন সময়ে তা দেখে সেটিকে ঋতুস্রাব বলে মনে করে তাহলে সেটিকে ঋতুস্রাব বলেই ধরা হবে।

প্রশ্ন নং ১১. ঋতুস্রাবী ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলা রামাযানের দিনে কোন কিছু খেতে বা পান করতে পারবে কী?

উত্তরঃ হ্যাঁ, তারা তা করতে পারে। তবে ঘরে কোন ছোট বাচ্চা থাকলে তা লুক্কায়িতভাবে করা চাই। যেহেতু তা দেখে তাদের মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে।

প্রশ্ন নং ১২. যদি কোন ঋতুস্রাবী বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলা আসরের সময় পবিত্র হয় তাহলে সে কি আসরের সাথে যোহরের নামাযও পড়বে? নাকি সে শুধু আসর পড়বে?

উত্তরঃ সঠিক সিদ্ধান্ত হলো সে কেবল আসর পড়বে। যেহেতু তার উপর যোহর ফরয হওয়ার কোন দলীল নেই। আর আসল হলো জিম্মায় কোন কিছু না থাকা। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ.

"যে ব্যক্তি সূর্য ডুবার আগে আসরের এক রাকআত পেলো সে নিশ্চয়ই আসর পেয়েছে"। (বুখারী, হাদীস ৫৭৯ মুসলিম, হাদীস ৬০৮)

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এখানে এ কথা বলেননি যে, সে যোহরও পেলো। আর যেহেতু যোহরের সময় কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে তাকে কেবল যোহরই পড়তে হয়; আসর পড়তে হয় না। অথচ যোহর ও আসর কখনো কখনো একত্রে পড়া যায়। তেমনিভাবে কোন মহিলা এশার পর পবিত্র হলে তাকে শুধু এশাই পড়তে হবে; মাগরিব পড়তে হবে না।

প্রশ্ন নং ১৩. যে মহিলার অসময়ে গর্ভপাত হয়। চাই তা মানুষের আকার সৃষ্টির পূর্বে হোক বা পরে হোক। তাদের সেই রোযা এবং স্রাব চলা কালীন সময়ের রোযার কী হবে?

উত্তরঃ যদি গর্ভের বস্তুটির মাঝে মানুষের আকৃতি দেখা না যায় তাহলে সে স্রাব সন্তান প্রসবোত্তব স্রাব নয়। তাই সে এমতাবস্থায় নামায-রোযা সবই করবে। আর যদি গর্ভের বস্তুটির মাঝে মানুষের আকৃতি দেখা যায় তাহলে সে স্রাব সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব বলেই গণ্য হবে। তখন সে সালাত ও সিয়াম পালন করবে না।

প্রশ্ন নং ১৪. রামাযানের দিনে গর্ভবতীর স্রাব দেখা দিলে তার রোযার কি কোন ক্ষতি হবে?

উত্তরঃ যদি মহিলাটি গর্ভবতী হওয়ার পরও তার নিয়মিত ঋতুস্রাব চালু থাকে তাহলে এটিকে ঋতুস্রাব হিসেবেই ধরা হবে। আর যদি তা অনিয়মিতভাবে হঠাৎ দেখা দিয়ে থাকে তাহলে তা ঋতুস্রাব বলে গণ্য হবে না। অতএব, যদি তা ঋতুস্রাবই হয়ে থাকে তাহলে তার রোযা নষ্ট হয়ে যাবে। আর যদি তা ঋতুস্রাব না হয় তাহলে তার রোযা নষ্ট হবে না। যদিও স্বাভাবিকভাবে গর্ভবতীর ঋতুস্রাব হয় না তবুও গর্ভকালীন সময়ে নিয়মিত ঋতুস্রাব চালু থাকলে সেটিকে ঋতুস্রাব বলেই গণ্য করতে হবে। এমনিভাবে সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবও রোযাকে বিনষ্ট করে।

প্রশ্ন নং ১৫. যদি কোন মহিলা ঋতুস্রাব কালীন সময়ে একদিন স্রাব দেখে আরেকদিন না দেখে তাহলে সে কী করবে?

উত্তরঃ এ ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত হলো ঋতুস্রাব কালীন সময়ের কিছুক্ষণের পবিত্রতা ঋতুস্রাব হিসেবেই ধরে নিতে হবে। অতএব সে এমতাবস্থাব নামায-রোযা কিছুই করবে না। যদিও কেউ কেউ এমনও বলেছে যে, একদিন পর একদিন স্রাব দেখা দিলে স্রাবকে ঋতুস্রাব আর পবিত্রতার দিনকে পবিত্র বলেই ধরে নিতে হবে। যতক্ষণ না এভাবে ১৫ দিন অতিবাহিত হয়। আর ১৫ দিন অতিবাহিত হলে সেটিকে রোগ হিসেবেই ধরা হবে।

প্রশ্ন নং ১৬. ঋতুস্রাবের শেষ দিনে এবং পবিত্রতার পূর্বে কোন মহিলা স্রাবের কোন আলামত না দেখলে সে কি সে দিন রোযা রাখবে? যদিও সে তখনো সাদা স্রাব দেখেনি।

উত্তরঃ যদি ঋতুস্রাব শেষে সাদা স্রাব দেখা যাওয়া তার অভ্যাস না হয়ে থাকে তাহলে সে রোযা রাখবে। আর যদি ঋতুস্রাব শেষে সাদা স্রাব আসা তার অভ্যাস হয়ে থাকে তাহলে সে রোযা রাখবে না।

প্রশ্ন নং ১৭. ঋতুস্রাবী কিংবা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলা কি প্রয়োজনে দেখে বা না দেখে কুরআন পড়তে পারে?

উত্তরঃ প্রয়োজনে তারা তা করতে পারে। যেমনঃ তারা যদি শিক্ষিকা বা ছাত্রী হয়ে থাকে। তবে সাওয়াবের উদ্দেশ্যে তাদের জন্য কুরআন না পড়াই উত্তম। যেহেতু অধিকাংশ আলিম ঋতুস্রাব অবস্থায় কুরআন পড়া জায়িয মনে করে না।

প্রশ্ন নং ১৮. ঋতুস্রাব শেষে পবিত্র হওয়ার পর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিবর্তন করা কি আবশ্যক? যদিও তাতে কোন নাপাক না লেগে থাকে।

উত্তরঃ না, তা করা আবশ্যক নয়। যেহেতু ঋতুস্রাব বাহ্যিকভাবে শরীরকে

নাপাক করে না। বরং ঋতুস্রাব সরাসরি যেখানে লাগবে সেটিই কেবল নাপাক হবে। এ জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) মহিলাদেরকে স্রাব লাগা কাপড়ের অংশটি ধুয়ে সে কাপড় পরে সালাত আদায় করার আদেশ করেন।

প্রশ্ন নং ১৯. জনৈকা মহিলা ঋতুস্রাবের দরুন সাত দিন রোযা রাখেনি। রোযাগুলো কাযা করতে না করতেই আবার দ্বিতীয় রামাযান এসে গেলো। এভাবে এ রামাযানেও তার সাত দিন রোযা রাখা হয়নি। এখন সে বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছে। অসুখের দরুন সে এবারও রোযা কাযা করতে পারেনি। অথচ তৃতীয় রামাযান তার দোরগোড়ায়। এখন সে কী করবে?

উত্তর: যদি সত্যিই অসুখের দরুন সে রোযা কাযা করতে পারেনি। তাহলে সে সুস্থ হয়ে রোযা রাখবে। আর যদি সে অসুখের ভান করে থাকে তাহলে তার জন্য দ্বিতীয় রামাযান পর্যন্ত পূর্বের রোযা কাযা না করা বৈধ নয়।

আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

كَانَ يَكُوْنُ عَلَيَّ الصَّوْمُ فَمَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَقْضِيَهُ إِلاَّ فِيْ شَعْبَانَ.

"আমার উপর কাযা রোযা থাকতো। অথচ আমি তা শা'বান মাস ছাড়া কাযা করতে পারতাম না"। (বুখারী, হাদীস ১৯৫০ মুসলিম, হাদীস ১১৪৬)

তাই উক্ত মহিলার কোন ওযর না থেকে থাকলে সে অবশ্যই গুনাহগার হবে এবং তাকে অবশ্যই আল্লাহর নিকট তাওবা করে দ্রুত কাযা রোযা সম্পাদন করতে হবে। আর তার সত্যিই কোন ওযর থাকলে ১ বা দু' বছর রোযা কাযা করতে দেরি করায় কোন সমস্যা নেই।

প্রশ্ন নং ২০. কিছু মহিলা দ্বিতীয়ে রামাযানে উপনীত হয়। অথচ তারা পূর্বের রামাযানের রোযা এখনো কাযা করেনি। তাদের কী করা উচিৎ?

উত্তর: তাদের অবশ্যই তাওবা করতে হবে। কারণ, তাদের জন্য বিনা ওযরে দ্বিতীয় রামাযান পর্যন্ত প্রথম রামাযানের কাযা রোযা আদায় করতে দেরি করা জায়িয নয়। উপরন্তু তাওবার পাশাপাশি তারা দ্বিতীয় রামাযানের পর অবশ্যই কাযা রোযাগুলো সম্পাদন করবে।

প্রশ্ন নং ২১. যখন কোন মহিলার দিনের একটা বাজে ঋতুস্রাব হলো। অথচ সে এখনো যোহরের নামায পড়েনি। তাহলে পবিত্রতার পর তাকে কি উক্ত যোহরের নামায কাযা করতে হবে?

উত্তরঃ এ ব্যাপারে আলিমদের মতভেদ রয়েছে। কারো কারো মতে তা কাযা করতে হবে না। যেহেতু সে ইতিমধ্যে নামায না পড়ে কোন গুনাহ করেনি। কারণ, নামাযের শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত তার নামায পড়ার সুযোগ রয়েছে। কারো কারো মতে তাকে সেই যোহরের নামায কাযা করতে হবে। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাকআত পেলো সে যেন পুরো নামাযই পেয়ে গেলো"। (বুখারী, হাদীস ৫৭৯ মুসলিম, হাদীস ৬০৮)

সুতরাং নিরাপদ সিদ্ধান্ত হলো সে উক্ত নামায কাযা করবে। কারণ, তা একটি মাত্র। তাই তা কাযা করতে কোন কষ্ট হবে না।

প্রশ্ন নং ২২. কোন গর্ভবতী মহিলা সন্তান প্রসবের এক বা দু' দিন পূর্বে স্রাব দেখতে পেলে সে কি নামায-রোযা বন্ধ করে দিবে? না কি করবে?

উত্তরঃ যদি স্রাবের সাথে প্রসব বেদনা অনুভূত হয় তাহলে সেটিকে নিফাস হিসেবে ধরা হবে। আর যদি স্রাবের সাথে প্রসব বেদনা না থাকে তাহলে তাহলে সেটিকে রোগ হিসেবে ধরা হবে এবং সে নামায-রোযা বন্ধ করবে না।

প্রশ্ন নং ২৩. সবার সাথে একযোগে সিয়াম পালনের জন্য ঋতুস্রাব বন্ধকারী কোন ওষুধ সেবন করা যাবে কি?

উত্তরঃ আমি এ ব্যাপারে সতর্ক করছি। কারণ, এ ওষুধগুলো মারাত্মক ক্ষতিকর। যা স্বাস্থ্যবিদদের নিকট প্রমাণিত। আমি মেয়েদেরকে বলবো: আল্লাহর ফায়সালা মেনে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুন। তাতে কল্যাণ রয়েছে।

প্রশ্ন নং ২৪. জনৈকা মহিলা দু' মাস নিফাস অতিবাহিত করে পবিত্র হওয়ার পর রক্তের কিছু কিছু ছোট ফোটা দেখতে পাচ্ছে। এ জন্য সে কি নামায-রোযা বন্ধ করবে? না কি করবে?

উত্তরঃ মহিলাদের ঋতুস্রাব ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব সংক্রান্ত সমস্যাবলীর কোন অন্ত নেই। এর মূল কারণ হলো ঋতুস্রাব ও গর্ভনিরোধক বড়ি। এ কথা সত্য যে, মহিলাদের এ জাতীয় সমস্যা মানব জাতির শুরু লগ্ন থেকেই। তবে এভাবে সমস্যাবলীর জটিলতা যার সমাধান খুবই কষ্টকর তা অধুনা বেড়েই চলেছে। এ ক্ষেত্রে আমরা মূল সূত্রের দিকে চলে যাবো। আর তা হলো মহিলারা যখন ঋতুস্রাব

ও সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব থেকে নিশ্চিতভাবে পবিত্র হয়ে যাবে তথা সেগুলো শেষ হয়ে সাদা স্রাব দেখা দিবে তখন এর পরবর্তী হলদে বা মাটিয়া রঙ্গের স্রাব, ফোটা বা আদ্রতা ঋতুস্রাব বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব বলে গণ্য হবে না। ফলে তারা নামায-রোযা ছাড়বে না এবং সহবাস থেকেও বিরত থাকবে না।

উম্মে আতিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

كُنَّا لاَ نَعُدُّ الصُّفْرَةَ وَالْكُدْرَةَ شَيْئًا. وَزَادَ أَبُوْ دَاوُدَ: بَعْدَ الطُّهْرِ.

"আমরা হলদে ও মাটিয়া রঙ্গের স্রাবকে কোন কিছুই মনে করতাম না"। (বুখারী, হাদীস ৩২৬)

আবু দাউদ (রাহিমাহুল্লাহ) একটু বাড়িয়ে বলেন: "পবিত্রতার পর"। (আবু দাউদ, হাদীস ৩০৭)

তবে কোন মহিলা পবিত্রতার আলামত দেখা পর্যন্ত গোসল করে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করবে না। কারণ, সাহাবী মহিলারা উম্মুল-মু'মিনীন আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর নিকট রক্তযুক্ত তুলা পাঠালে তিনি তাদেরকে বলতেন:

لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ.

"তোমরা সাদা স্রাব দেখা পর্যন্ত গোসল করে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করো না"। (বুখারী, ঋতুস্রাব অধ্যায়, ঋতুস্রাব আসা-যাওয়ার পরিচ্ছেদ)

প্রশ্ন নং ২৫. কোন মহিলার যদি স্রাব চলতে থাকে এবং কখনো কখনো তা এক বা দু' দিন বন্ধ থেকে আবার ফিরে আসে। এমতাবস্থায় সালাত-সওম ও অন্যান্য ইবাদাতের বিধান কী?

উত্তর: অধিকাংশ আলিমের নিকট মহিলা তার নিয়মিত স্রাব শেষে গোসল করে পবিত্র হয়ে সালাত-সওম শুরু করবে। এর দু' বা তিন দিন পর কোন স্রাব দেখলে তা ঋতুস্রাব বলে গণ্য হবে না। কারণ, তাদের নিকট পবিত্রতার সর্বনিম্ন সময় ১৩ দিন। পক্ষান্তরে কোন কোন আলিমের মত হলো যখনই স্রাব দেখবে তখনই তা ঋতুস্রাব বলে গণ্য হবে। আর যখনই পবিত্রতা দেখবে তখন সেটিকে পবিত্রতা বলে গণ্য করবে। যদিও দু' ঋতুস্রাবের মাঝে পবিত্রতার সময় ১৩ দিন না থাকে।

প্রশ্ন নং ২৬. রামাযানের রাতগুলোতে মহিলাদের জন্য ঘরে নামায পড়া উত্তম? নাকি মসজিদে পড়া উত্তম? বিশেষ করে যদি মসজিদে ওয়াজের ব্যবস্থাও

থাকে।

উত্তরঃ মহিলাদের জন্য ঘরে সালাত আদায় করা বেশি উত্তম। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেনঃ

وَبُيُوْتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ.

"তাদের জন্য তাদের ঘরই উত্তম"। (আবু দাউদ, হাদীস ৫৬৭)

আর যেহেতু মহিলাদের ঘর থেকে বের হওয়ায় অধিকাংশ সময় ফিতনার আশঙ্কা রয়েছে। তাই তাদের জন্য ঘরই অতি উত্তম। পক্ষান্তরে ওয়াজ শুনার কাজটি ক্যাসেটের মাধ্যমে সেরে নেয়া যেতে পারে। তবে যারা মসজিদে যাবে তারা যেন বেপর্দা হয়ে কিংবা সুগন্ধি লাগিয়ে না যায়।

প্রশ্ন নং ২৭. কোন মহিলা রোযা থাকাবস্থায় খাদ্যের স্বাদ আস্বাদন করতে পারবে কী?

উত্তরঃ প্রয়োজন হলে সে তা করতে পারে। তবে মুখে নেয়া খাদ্যের অংশটি আস্বাদন শেষে ফেলে দিতে হবে।

প্রশ্ন নং ২৮. দুর্ঘটনার কারণে প্রচুর রক্তক্ষরণ শেষে জনৈকা মহিলার পেটের বাচ্চা গর্ভধারণের শুরুতেই বেরিয়ে আসে। এমতাবস্থায় সে কি রোযা বন্ধ করবে? নাকি তা চালিয়ে যাবে? রোযা বন্ধ রাখলে তার কি কোন গুনাহ হবে?

উত্তরঃ গর্ভবতীদের সাধারণত ঋতুস্রাব হয় না। কারণ, বাচ্চার খাদ্যের প্রয়োজনেই আল্লাহ তা'আলা ঋতুস্রাব সৃষ্টি করেন। তবে গর্ভবতী হওয়ার পরও কোন কোন মহিলার নিয়মিত ঋতুস্রাব চলতে পারে। সে অবস্থায় এটিকে ঋতুস্রাই ধরা হবে। তাহলে গর্ভবতীর স্রাব কখনো ঋতুস্রাব হতে পারে। আবার কখনো দুর্ঘটনা কিংবা ভারী কিছু বহন অথবা কোন উঁচু জায়গা থেকে পড়ে যাওয়ার দরুন কোন গর্ভবতীর স্রাব আসতে পারে। যা ঋতুস্রাব নয়। বরং তা রোগ।

তবে দুর্ঘটনার দরুন কোন গর্ভবতীর বাচ্চা পেট থেকে বেরিয়ে আসলে তাতে যদি মানুষের অবয়ব পরিলক্ষিত হয় তাহলে সেটিকে সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব বলে ধরে নেয়া হবে। আর যদি তাতে মানুষের অবয়ব পরিলক্ষিত না হয় তাহলে সেটিকে সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব বলে ধরে নেয়া হবে না। বরং সেটি রোগ বলেই গণ্য হবে। আলিমদের মতে সর্বনিম্ন ৮১ দিন হলেই গর্ভের বাচ্চা মানুষের অবয়ব ধারণ করে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেনঃ আল্লাহর রাসূল

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন:

إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُبْعَثُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ.

"তোমাদের কাউকে তার মায়ের পেটে বীর্য আকারে চল্লিশ দিন একত্রিত করে রাখা হয়। অতঃপর আরেক চল্লিশে সেটিকে জমাট রক্তে রূপান্তরিত করা হয়। এরপর আরেক চল্লিশে সেটিকে গোস্তের টুকরায় রূপান্তরিত করা হয়। অতঃপর তার নিকট ফিরিশতা পাঠিয়ে তাকে চারটি জিনিস লেখার আদেশ করা হয়। ফলে সে ফিরিশতা সেই সন্তানের রিযিক, তার মৃত্যু, তার আমল ও সেকি ভাগ্যবান না দুর্ভাগা তা লিখে ফেলেন"। (বুখারী, হাদীস ৩৩৩২ মুসলিম, হাদীস ২৬৪৩)

এর কমে বস্তুতঃ মানুষের অবয়ব ঘঠিত হয় না। কোন কোন আলিমের মতে সাধারণত ৯০ দিনের আগে মানুষের অবয়ব ঘঠিত হয় না।

প্রশ্ন নং ২৯. জনৈকা মহিলা এক বছর আগে গর্ভধারণের তৃতীয় মাসে গর্ভপাত করে। অতঃপর স্রাব শেষেই সে পবিত্র হয়ে সালাত আদায় করে। তবে তাকে বলা হয়, সে সময় নামায পড়া তার উপর বাধ্যতামূলক ছিলো। এখন সে কী করবে? অথচ সে দিনগুলো নির্দিষ্টভাবে এখন আর তার মনে নেই।

উত্তর: আলিমদের নিকট প্রসিদ্ধ কথা হলো কোন মহিলা তৃতীয় মাসে গর্ভপাত করলে তার সালাত আদায় করতে হবে না। কেননা, কোন মহিলা মানুষের অবয়ব ধারণ করেছে এমন বাচ্চা গর্ভপাত করলে তার স্রাবকে সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব বলেই ধরে নেয়া হয়। আলিমদের মতে গর্ভের সন্তানের বয়স ৮১ দিন হলেই তাতে মানুষের অবয়ব পরিলক্ষিত হয়। আর ৮১ দিন তিন মাসের কম।

অতএব, এ মহিলার স্মরণ করা দরকার যে, সেকি ৮১ দিনের আগেই গর্ভপাত করেছে। যদি তা হয় তাহলে তাকে সেই সালাতগুলো কাযা করতে হবে। দিনগুলোর সংখ্যা সঠিক মনে না থাকলে আন্দায করে বেশির ভাগ ধারণা অনুসারে সালাতগুলো কাযা করবে। আর যদি ৮১ দিনের পর গর্ভপাত হয় তাহলে তাকে কোন সালাতই কাযা করতে হবে না।

প্রশ্ন নং ৩০. জনৈকা মহিলা রোযা রাখার বয়স হওয়া থেকেই রামাযানের

রোযা রাখে। তবে ঋতুস্রাব কালীন সময়ের রোযাগুলো সে কাযা করে না। তার এখন জানা নেই কতগুলো রোযা সে এভাবে কাযা করেনি। তার জন্য এখন কী করা আবশ্যক?

উত্তরঃ মু'মিন মহিলাদের এমন ঘটনা সত্যিই দুঃখজনক। এটি মূর্খতাবশত হয়েছে নতুবা অবহেলাবশত। উভয়টিই অগ্রহণযোগ্য। কারণ, মূর্খতার চিকিৎসা প্রশ্ন করা। আর অবহেলার চিকিৎসা তাকওয়া ও আল্লাহর শাস্তিকে ভয় করা এবং তাঁর সন্তুষ্টির দিকে ফিরে আসা। এ মহিলার কর্তব্য হলো আল্লাহর নিকট ক্ষমা চেয়ে তাঁর নিকট তাওবা করে সাধ্যমতো ছেড়ে দেয়া রোযাগুলো কাযা করা। এভাবেই সে তার জিম্মা থেকে মুক্ত হতে পারে।

প্রশ্ন নং ৩১. নামাযের ওয়াক্ত প্রবেশের পর ঋতুস্রাব আসলে পবিত্র হওয়ার পর সে নামায কি কাযা করতে হবে? তেমনিভাবে কোন নামাযের সময় অতিবাহিত হওয়ার আগে পবিত্র হলে সে নামায কি কাযা করতে হবে?

উত্তরঃ কোন নামাযের ওয়াক্ত আসার পর সে নামায না পড়া অবস্থায় ঋতুস্রাব আসলে পবিত্র হওয়ার পর সে নামায কাযা করবে। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلاَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ.

"যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাকআত পেলো সে যেন পুরো নামাযই পেয়ে গেলো"। (বুখারী, হাদীস ৫৭৯ মুসলিম, হাদীস ৬০৮)

তেমনিভাবে কোন নামাযের ওয়াক্ত শেষ হওয়ার আগে পবিত্র হলে সে নামায কাযা করতে হবে। যদিও সে সময়টুকু এক রাকআত সালাত আদায় করার সময় হোক না কেন। কারণ, আল্লাহ বলেন:

﴿فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيْمُوْا الصَّلاَةَ، إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتَاباً مَّوْقُوْتاً﴾.

"অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন তোমরা যথানিয়মে সালাত কায়িম করবে। কারণ, নির্দিষ্ট সময়ে সালাত কায়িম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্য কর্তব্য"। (সূরা নিসা: ১০৩)

প্রশ্ন নং ৩২. নামাযের সময় জনৈকা মহিলার ঋতুস্রাব শুরু হয়েছে। সে এখন কী করবে? তেমনিভাবে সে কি ঋতুস্রাব চলাকালীন সময়ের সালাতগুলো কাযা করবে?

উত্তর: নামাযের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর ঋতুস্রাব আসলে পবিত্র হওয়ার পর সে নামায কাযা করবে। তবে সে ঋতুস্রাব কালীন সময়ের সালাতগুলো কাযা করবে না। হাদীসের পাশাপাশি এ ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্যও রয়েছে। তেমনিভাবে এক রাকআত নামায পড়ার ওয়াক্ত থাকাবস্থায় কোন মহিলা পবিত্র হলে তাকে সে নামাযও কাযা করতে হবে।

প্রশ্ন নং ৩৩. জনৈকা মহিলার বয়স ৬৫ বছর। ১৯ বছর যাবৎ তার কোন সন্তান হয় না। এখন তিন বছর যাবৎ তার লাগাতার স্রাব আসছে। সামনে রোযা। তাই সে রামাযানের রোযা কীভাবে রাখবে?

উত্তর: এ জাতীয় মহিলা উক্ত ঘটনা ঘটার পূর্বের তার নিয়মিত ঋতুস্রাব কালীন সময় পরিমাণ তার নামায-রোযা বন্ধ রাখবে। সে সময় চলে গেলে সে গোসল করে নামায-রোযা আরম্ভ করবে। এ জাতীয় মহিলা প্রত্যেক ফরয নামাযের সময় হলে লজ্জাস্থান ভালোভাবে ধুয়ে সেটিকে কোন কিছু দিয়ে বন্ধ করে রেখে ওযু করে সালাত আদায় করবে। ফরযের সময় ছাড়া অন্য সময় সে নফল পড়তে চাইলেও সে এমনই করবে। বেশি কষ্টের দরুন সে চাইলে দু' নামায একত্রে পড়তে পারে। যোহর-আসর একত্রে এবং মাগরিব-এশা একত্রে পড়বে। তবে ফজর একাকী পড়বে। এভাবে সে পাঁচ বারের জায়গায় উক্ত কাজটি তিনবার করবে। কিন্তু সে নামাযগুলো কসর করবে না। তবে সে তার সুবিধা মাফিক নামাযগুলো আগ-পিছ করে আদায় করতে পারে।

প্রশ্ন নং ৩৪. খুতবা ও হাদীস শুনার জন্য ঋতুস্রাবী মহিলা কি মসজিদে হারামে অবস্থান করতে পারবে?

উত্তর: ঋতুবতী মহিলার জন্য মসজিদে হারাম বা অন্য কোন মসজিদে অবস্থান করা নাজায়িয। তবে সে মসজিদে গিয়ে কোন কিছু সেখান থেকে নিতে পারে। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) একদা আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে মসজিদ থেকে একটি জায়নামায দিতে বললে তিনি বলেন: তা তো মসজিদে। আর আমি তো ঋতুবতী। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِيْ يَدِكِ.

"তোমার ঋতুস্রাব তো হাতে লেগে থাকেনি"। (মুসলিম, হাদীস ২৯৮)

তবে ঋতুবতীর জন্য মসজিদে ঢুকে সেখানে বসে থাকা জায়িয নয়। যেহেতু

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঈদের নামাযের সময় মহিলাদেরকে ঈদগাহে যেতে আদেশ করেন। তবে তিনি ঋতুবতী মহিলাদেরকে নামাযের জায়গা থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেন। (বুখারী, হাদীস ৯৭৪ মুসলিম, হাদীস ৮৯০)

তাই ঋতুবতী কোন মহিলা খুতবা, হাদীস বা কোন বক্তব্য শুনার জন্য মসজিদে অবস্থান করতে পারবে না।

নামায সংক্রান্ত পবিত্রতার কিছু বিধানাবলী

প্রশ্ন নং ৩৫. মহিলাদের সাদা বা হলদে স্রাব কি পাক, না নাপাক? সেটি বের হলে কি ওযু করতে হবে? যদিও তা লাগাতার বের হয়ে থাকে। আর যদি তা মাঝে মাঝে বের হয় তাহলে সেটির বিধান কী? সাধারণত মেয়েরা সেটিকে স্বাভাবিক আদ্রতা বলেই মনে করে। যা বের হলে ওযু করতে হয় না।

উত্তর: আমার গবেষণা মতে সে স্রাব যদি মূত্রথলি থেকে বের না হয়ে তাদের জরায়ু থেকে বের হয় তাহলে সেটি পাক। তবে তা ওযু নষ্ট করে দেয়। যেহেতু ওযু নষ্টকারী বস্তু নাপাক হওয়া শর্ত নয়। যেমন: বাতাস। তবে যদি সে স্রাব লাগাতার হয়ে থাকে তাহলে সেটি ওযুকে নষ্ট করবে না। কিন্তু নামাযের সময় হলে তাকে কিছু দিয়ে সেটিকে বন্ধ রেখে নামাযের জন্য অবশ্যই ওযু করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তা লাগাতার প্রস্রাবেরই বিধান রাখে। আর যদি তা মাঝে মাঝে বের হয় তাহলে বন্ধ হওয়ার সময়ই সে ওযু করে সালাত আদায় করে নিবে। যতক্ষণ না ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয়। আর যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা হয় তাহলে সে কিছু দিয়ে সেটিকে বন্ধ রেখে ওযু করে সালাত আদায় করবে।

তবে ওযু নষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে এটির পরিমাণ কম-বেশি হওয়া ধর্তব্য নয়। আর এটিকে যে মেয়েরা ওযু বিনষ্টকারী মনে করে না সেটির কোন প্রমাণ এখনও আমি পাইনি। ইবনু হাযম (রাহিমাহুল্লাহ) এটিকে ওযু বিনষ্টকারী মনে করেন না। তবে তিনি এর কোন দলীল উল্লেখ করেননি। মহিলাকে অবশ্যই পবিত্রতার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করতে হবে। যেহেতু পবিত্রতা ছাড়া সালাত কবুল হয় না। বরং পবিত্রতা ছাড়া সালাত আদায় করাকে কেউ কেউ কুফরি বলেও আখ্যায়িত করেছেন। যেহেতু এর মাধ্যমে আল্লাহর নিদর্শনের প্রতি ঠাট্টা করা হয়।

প্রশ্ন নং ৩৬. যদি কোন মহিলার লাগাতার স্রাব বের হয় তাহলে সেকি প্রত্যেক ফরয সালাতের জন্য ওযু করে ওযুরত অবস্থায় দ্বিতীয় ফরয পর্যন্ত অন্য কোন নফল ও কুরআন মাজীদ তিলাওয়াত করতে পারে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, সে তা করতে পারে। তাতে কোন অসুবিধে নেই।

প্রশ্ন নং ৩৭. লাগাতার স্রাবী মহিলা কি ফজরের ওযু দিয়ে চাশতের নামায পড়তে পারে?

উত্তরঃ না, পড়তে পারবে না। যেহেতু এটি সময় ভিত্তিক ভিন্ন নামায। তাই এর জন্য ভিন্ন ওযু করতে হবে।

প্রশ্ন নং ৩৮. লাগাতার স্রাবী মহিলা কি ইশার ওযু দিয়ে মধ্যরাতের পর তাহাজ্জুদের নামায পড়তে পারে?

উত্তরঃ না, সে তা করতে পারবে না। মধ্যরাতের পর তাকে তাহাজ্জুদের জন্য নতুন ওযু করতে হবে। কারো কারো নিকট তার নতুন ওযুর কোন প্রয়োজন নেই। আর এটিই অগ্রাধিকারযোগ্য মত।

প্রশ্ন নং ৩৯. ইশার শেষ সময় কোনটি? তা বুঝার কি কোন উপায় আছে?

উত্তরঃ মধ্যরাতই ইশার সর্বশেষ সময়। আর তা বুঝার পন্থা হলো আপনি সূর্য ডুবা থেকে সুবহে সাদিক পর্যন্ত সময়টিকে দু'ভাগে ভাগ করবেন। প্রথম ভাগ শেষ হলেই ইশার সময় শেষ হয়ে যাবে। আর বাকি সময়টি ইশা ও ফজরের মধ্যবর্তী সময়।

প্রশ্ন নং ৪০. যদি মাঝে মাঝে সাদা স্রাব আসা মহিলা স্রাব বন্ধ হলে ওযু করে সালাত আদায়ের আগেই আবার তার স্রাব আসে তাহলে সে কি করবে?

উত্তরঃ সে বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অপেক্ষা করবে। আর যদি তার নির্দিষ্ট কোন সময় জানা না থাকে তাহলে সে ওয়াক্তের শুরুতেই ওযু করে সালাত আদায় করবে। চাই তা তখন বের হোক বা নাই হোক।

প্রশ্ন নং ৪১. সাদা স্রাব বের হয়ে কাপড় বা শরীরে লাগলে তখন কী করতে হবে?

উত্তরঃ যদি সেটি পাক হয় তথা তা জরায়ু থেকে বের হয় তাহলে কিছুই করতে হবে না। আর যদি তা নাপাক হয় তথা তা মূত্রথলি থেকে বের হয় তাহলে তা ধুয়ে নিতে হবে।

প্রশ্ন নং ৪২. এমন স্রাব থেকে ওযু করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র ওযুর অঙ্গগুলো ধুলেই কি চলবে?

উত্তরঃ হ্যাঁ, শুধুমাত্র তা করলেই চলবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যে, এটি জরায়ু থেকে বের হওয়া পবিত্র স্রাবের ক্ষেত্রে। মূত্রথলি থেকে বের হওয়া নাপাক

স্রাবের ক্ষেত্রে নয়।

প্রশ্ন নং ৪৩. এ জাতীয় স্রাবের মাধ্যমে ওযু নষ্ট হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে কোন হাদীস বর্ণিত না হওয়ার কারণ কী? অথচ মহিলা সাহাবীগণ ধর্মীয় ব্যাপারে প্রশ্ন করতে অতি উৎসাহী ছিলেন।

উত্তর: যেহেতু এ জাতীয় স্রাব প্রত্যেক মহিলার হয় না।

প্রশ্ন নং ৪৪. কোন মহিলা মূর্খতাবশত এ জাতীয় স্রাব থেকে ওযু না করে থাকলে তার বিধান কী?

উত্তর: তাকে আল্লাহর নিকট তাওবা করে ভবিষ্যতে না জানা বিষয়গুলো যথাসময়ে আলিমদের থেকে জেনে নিতে হবে।

প্রশ্ন নং ৪৫. কেউ কেউ বলেন: আপনি নাকি এ জাতীয় স্রাব থেকে ওযু না করতে বলেছেন। তা কি ঠিক?

উত্তর: যে এমন কথা বলে সে মূলতঃ সঠিক কথা বলেনি। হতে পারে আমি যখন এ জাতীয় স্রাবকে পবিত্র বলেছি তখন কেউ এ কথা থেকে ভুলবশত বুঝতে পারে যে, তাহলে তা ওযুকে নষ্ট করবে না।

প্রশ্ন নং ৪৬. ঋতুস্রাবের এক বা দু'দিন আগে মাটিয়া রঙ্গের স্রাব বের হলে সেটির বিধান কী? কখনো কখনো সেটিকে কালো পাতলা রশির মতো দেখা যায়। তেমনিভাবে ঋতুস্রাবের পরে এমনটি হলে সেটির বিধান কী?

উত্তর: এটি যদি ঋতুস্রাবের ভূমিকা স্বরূপ আসে তখন সেটিকে ঋতুস্রাব বলেই গণ্য করা হবে। আর এটি পেট ব্যথার মাধ্যমেই ঋতুস্রাবী মহিলারা বুঝে থাকে। পক্ষান্তরে ঋতুস্রাবের পর মাটিয়া রঙ্গের স্রাব দেখা দিলে সেটি শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। যেহেতু ঋতুস্রাবের পরপরই বের হওয়া মাটিয়া রঙ্গের স্রাবও ঋতুস্রাব। কারণ, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন:

لاَ تَعْجَلْنَ حَتَّى تَرَيْنَ الْقَصَّةَ الْبَيْضَاءَ.

"তোমরা সাদা স্রাব দেখা পর্যন্ত গোসল করে পবিত্র হওয়ার ব্যাপারে তাড়াতাড়ি করো না"। (বুখারী, ঋতুস্রাব অধ্যায়, ঋতুস্রাব আসা-যাওয়ার পরিচ্ছেদ)

হজ্জ ও উমরাহ সংক্রান্ত ঋতুস্রাবের কিছু বিধান:

প্রশ্ন নং ৪৭. ঋতুস্রাবী মহিলা ইহরামের দু' রাকআত নামায কিভাবে পড়বে? ঋতুস্রাবী মহিলা কি নিচু স্বরে বারবার কুরআনের আয়াত পড়তে পারে?

উত্তরঃ প্রথমতঃ আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইহরামের জন্য কোন নামায নেই। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর উম্মতের জন্য ইহরামের নামায বলে কোন নামায রেখে যাননি। না তাঁর কথার মাধ্যমে। না তাঁর কাজের মাধ্যমে। না তাঁর সমর্থনের মাধ্যমে।

দ্বিতীয়তঃ ইহরামের আগের এ ঋতুস্রাবী মহিলা ঋতুস্রাব অবস্থায়ই ইহরাম বাঁধতে পারে। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) কে গোসল করে কাপড়ের টুকরো দিয়ে স্রাব বন্ধ করে ইহরাম বাঁধার আদেশ করেন যখন যুল-হুলাইফাতে তিনি ঋতুস্রাবী হন। (মুসলিম, হাদীস ২১৩৭)

সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলার বিধানও একই। পবিত্র হওয়া পর্যন্ত সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে। অতঃপর সে তাওয়াফ ও সাঈ করবে।

বস্তুতঃ কোন প্রয়োজন বা বিশেষ কোন ফায়েদার জন্য ঋতুস্রাবী মহিলা কুরআন পড়তে পারে। কিন্তু কোন প্রয়োজন বা বিশেষ কোন ফায়েদা ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহর নৈকট্য ও ইবাদাতের উদ্দেশ্যে তার জন্য কুরআন না পড়াই ভালো।

প্রশ্ন নং ৪৮. জনৈকা মহিলা হজ্জের জন্য সফর করেছে। সফরের ৫ দিন পর থেকেই তার ঋতুস্রাব শুরু হলো। সে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র না হওয়া সত্ত্বেও মীকাতে পৌঁছে গোসল করে ইহরাম বেঁধেছে। সে মক্কায় পৌঁছে হজ্জ বা উমরাহ সংক্রান্ত কোন কাজ না করে হারামের বাইরেই অবস্থান করেছে। মিনায় দু' দিন অবস্থানের পর সে পবিত্র হয়ে গোসল করে পবিত্রাবস্থায় উমরাহর সকল কাজ আদায় করে। এরপর হজ্জের তাওয়াফ চলাকালীন আবারও তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। তবে সে লজ্জাবশত নিজ অভিভাবককে বিষয়টি না জানিয়ে ঋতুস্রাব অবস্থায়ই হজ্জের বাকি কাজগুলো পরিপূর্ণ করে। ইতিমধ্যে সে হজ্জ শেষে নিজ এলাকায় পৌঁছে তার অভিভাবককে ব্যাপারটি জানায়। এখন তার কী করতে হবে?

উত্তরঃ হজ্জের তাওয়াফের সময় বের হওয়া স্রাব যদি সত্যিই ঋতুস্রাব হয়। যা রঙ ও ব্যথার মাধ্যমে মহিলারা চিনে থাকে। তাহলে তার হজ্জের তাওয়াফটি বিশুদ্ধ হয়নি। তাই তাকে মক্কায় এসে আবারও হজ্জের তাওয়াফ করতে হবে। সে মীকাত থেকে উমরাহর ইহরাম বেঁধে তাওয়াফ, সাঈ ও চুল কাটার মাধ্যমে উমরাহ শেষ করে হজ্জের তাওয়াফ সেরে নিবে। আর যদি তার এ স্রাব ঋতুস্রাব না হয়ে অধিক ভিড় ও আতঙ্কের কারণে বের হওয়া সাধারণ স্রাব হয়ে থাকে তবে যারা তাওয়াফের

জন্য পবিত্রতার শর্ত দেয়নি তাদের নিকট তার তাওয়াফ বিশুদ্ধ হয়েছে। পক্ষান্তরে তার এ স্রাবকে ঋতুস্রাব বলে ধরে নেয়া হলেও দূর দেশে থাকার দরুন তার জন্য যদি মক্কায় এসে তাওয়াফ করা সম্ভবপর না হয় তাহলে তার এ হজ্জ বিশুদ্ধ বলে গণ্য হবে। যেহেতু সে এরচেয়ে আর বেশি কিছু করতে সক্ষম নয়।

প্রশ্ন নং ৪৯. জনৈকা মহিলা উমরাহর ইহরাম বেঁধে মক্কায় আসলো। মক্কায় আসতেই তার ঋতুস্রাব শুরু হয়ে গেলো। এদিকে তার সাথের মাহরাম দ্রুত বাড়ি ফিরতে বাধ্য। উপরন্তু মক্কায় এ মহিলার কেউ নেই। এখন সে কী করবে?

উত্তর: উক্ত মহিলা সৌদি আরবে বসবাসরত হলে নিজ মাহরামের সাথে বাড়ি ফিরে যাবে। তবে সে ইহরাম অবস্থায় থাকবে এবং পবিত্র হলে সে আবার এসে উমরাহ করে নিবে। যেহেতু তার জন্য মক্কায় আসা সহজ। তার পাসপোর্ট ইত্যাদির কোন প্রয়োজন নেই। আর যদি সে সৌদি আরবের বাইরের হয়ে থাকে এবং তার জন্য ফিরে আসা কষ্টকর হয় তাহলে সে সতর্কাবস্থায় তাওয়াফ, সাঈ ও চুল কেটে উক্ত সফরেই তার উমরাহ শেষ করবে। যেহেতু এমতাবস্থায় তার জন্য তাওয়াফ করা জরুরী। আর বিশেষ প্রয়োজন নিষিদ্ধ কাজকে হালাল করে দেয়।

প্রশ্ন নং ৫০. হজ্জের দিনগুলোতে কোন মুসলিম মহিলার ঋতুস্রাব আসলে তার এ হজ্জ কি বিশুদ্ধ হবে?

উত্তর: ঋতুস্রাবের সময় জানা পর্যন্ত এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া সম্ভবপর নয়। যেহেতু হজ্জের কিছু কাজ ঋতুস্রাব থাকলেও করা যায়। আর কিছু করা যায় না। শুধুমাত্র তাওয়াফই পবিত্র হওয়া ছাড়া করা যায় না। এ ছাড়া অন্যান্য কাজ ঋতুস্রাব থাকলেও করা যায়।

প্রশ্ন নং ৫১. জনৈকা মহিলা হজ্জের তাওয়াফ ও বিদায়ী তাওয়াফ ছাড়া সকল কাজই করেছে। ঋতুস্রাবের দরুন সে এ দু'টি না করেই মদীনায় ফিরে এসেছে। ইচ্ছা ছিলো কোন এক দিন গিয়ে সে দু'টি কাজ সে সেরে নিবে। তবে ইতিমধ্যে সে মদীনায় ফিরে গিয়ে সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে গিয়েছে। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সকল কাজই সে করেছে। এরপর সে এ ব্যাপারে কাউকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলে: বাকী দু'টি কাজ করা তার জন্য শুদ্ধ হবে না। যেহেতু সে পুরো হজ্জকেই নষ্ট করে দিয়েছে। একটি গরু বা উট কোরবানীসহ তাকে আবারো এ হজ্জ কাযা করতে হবে। তার জানার বিষয় হলো, এ মত কি আসলেই সঠিক? তার হজ্জ কি আসলেই বাতিল? তার কি আবারো হজ্জ করতে হবে?

উত্তর: বস্তুতঃ না জেনে ফতুয়া দেয়া একটি ভয়ঙ্কর কাজ। বরং উক্ত মহিলা মক্কায় গিয়ে শুধু হজ্জের তাওয়াফ করে নিবে। হজ্জের শেষের দিকে ঋতুস্রাব আসার দরুন তার জন্য বিদায়ী তাওয়াফ বাধ্যতামূলক ছিলো না। তাই তাকে আর বিদায়ী তাওয়াফ করতে হবে না। ইবনু আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বলেন:

أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ عَهْدُهُمْ بِالْبَيْتِ وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ دَاوُدَ: أَنْ يَكُوْنَ آخِرَ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْـحَائِضِ.

"মানুষকে হজ্জের সবশেষে বিদায়ী তাওয়াফ করতে আদেশ করা হয়েছে। তবে ঋতুস্রাবীকে তা করতে বলা হয়নি"। (বুখারী, হাদীস ১৭৫৫ মুসলিম, হাদীস ১৩২৮ আবু দাউদ, হাদীস ২০০২)

হজ্জের শেষে যখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে সংবাদ দেয়া হলো যে, সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হজ্জের তাওয়াফ করেছেন। এরপর তার ঋতুস্রাব এসেছে। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

فَلْتَنْفِرْ إِذًا.

"তাহলে সে যেন রওয়ানা করে"। (বুখারী, হাদীস ৩২৮ মুসলিম, হাদীস ১২১১)

উক্ত হাদীস এ কথা প্রমাণ করে যে, ঋতুস্রাবী মহিলার বিদায়ী তাওয়াফ নেই। তাই এ মহিলার শুধু হজ্জের তাওয়াফই যথেষ্ট। আর যখন এ মহিলা না জেনে সম্পূর্ণরূপে হালাল হয়ে ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ সব কাজই করেছে তখন তাকে এর জন্য কোন কিছুই করতে হবে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾.

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা যদি ভুলে যাই কিংবা ভুল করে বসি তাহলে আমাদেরকে সে জন্য পাকড়াও করবেন না"। (আল-বাকারাহ: ২৮৬)

আল্লাহ তা'আলা এর উত্তরে বললেন: আমি তাই করলাম। (মুসলিম, হাদীস ১২৬)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيْمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ﴾.

"এ ব্যাপারে তোমাদের কোন ভুল হয়ে গেলে তাতে কোন গুনাহ নেই। কিন্তু তোমাদের অন্তরের সংকল্প থাকলে সেটির অবশ্যই হিসেব হবে"। (আল-আহযাব: ৫)

অতএব, কোন মুহরিম যদি ইহরাম অবস্থায় মূর্খতাবশত, ভুলে কিংবা চরম চাপের মুখে নিষিদ্ধ কর্মকাণ্ড করে তাহলে এ জন্য তাকে কিছুই করতে হবে না। তবে যখন ওযর চলে যাবে তখন উক্ত নিষিদ্ধ কাজ ছাড়তে হবে।

প্রশ্ন নং ৫২. তারবিয়ার দিন তথা যুল-হজ্জের ৮ তারিখে জনৈকা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবী মহিলার স্রাব শুরু হয়। অতঃপর সে তাওয়াফ ও সাঈ ব্যতীত হজ্জের সকল কাজই সম্পাদন করে। দশ দিন পর সে প্রাথমিকভাবে দেখতে পেলো তার স্রাব বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন কি সে গোসল করে পবিত্র হয়ে হজ্জের তাওয়াফ ও সাঈ করবে?

উত্তর: পবিত্রতার ব্যাপার নিশ্চিত হওয়া পর্যন্ত সে গোসল করে পবিত্র হয়ে তাওয়াফ করবে না। যেহেতু সে বলেছে প্রাথমিকভাবে তার স্রাব বন্ধ হয়েছে। পুরোপুরিভাবে নয়। তাই যখন পুরোপুরিভাবে তার স্রাব বন্ধ হয়ে যাবে তখন সে গোসল করে তাওয়াফ ও সাঈ করে নিবে। যদি সে তাওয়াফের আগে সাঈ করে থাকে তাতেও কোন অসুবিধে নেই। যেহেতু নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে তাওয়াফের আগে সাঈ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন: لَا حَرَجَ "কোন অসুবিধে নেই"। (আবু দাউদ, হাদীস ২০১৫)

প্রশ্ন নং ৫৩. জনৈকা মহিলা ঋতুস্রাব অবস্থায় সাইলে কবীর নামক মীকাত থেকে হজ্জের ইহরাম বেঁধেছে। তবে সে মক্কায় পৌঁছে কোন এক প্রয়োজনে জিদ্দায় চলে যায়। সেখানেই তার ঋতুস্রাব শেষ হলে সে গোসল করে পবিত্র হয়ে নিজ মাথা আঁছড়ে হজ্জের কাজসমূহ পরিপূর্ণ করে। তার এ হজ্জ কি বিশুদ্ধ হবে? না কি তাকে অন্য কিছু করতে হবে?

উত্তর: তার হজ্জটি শুদ্ধ হবে। তাকে এ জন্য কোন কিছুই দিতে হবে না।

প্রশ্ন নং ৫৪. জনৈকা মহিলা উমরাহর নিয়্যাতে ঋতুস্রাব অবস্থায় ইহরাম না করেই মীকাত অতিক্রম করে। অতঃপর সে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে। পবিত্র হয়ে সে মক্কা থেকেই ইহরাম করে। এমন করা কি তার জন্য জায়িয হয়েছে? না কি তাকে এ জন্য কোন কিছু দিতে হবে?

উত্তর: এমন করা তার জন্য জায়িয হয়নি। যে মহিলা উমরাহর নিয়্যাত করে সে ঋতুস্রাবী হলেও তার জন্য ইহরাম ছাড়া মীকাত অতিক্রম করা জায়িয নয়। বরং সে ঋতুবতী অবস্থায় ইহরাম বেঁধে ফেলবে।

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন হজ্জের নিয়্যাতে যুল-হুলাইফাহ মীকাতে অবস্থান করেন তখন আবু বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী আসমা বিনতে উমাইস (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সন্তান প্রসব করেন। তখন তিনি কী করবেন এ মর্মে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর নিকট জানতে চাইলে তিনি বলেন:

اغْتَسِلِيْ وَاسْتَثْفِرِيْ بِثَوْبٍ وَأَحْرِمِيْ.

"তুমি গোসল করে কাপড় দিয়ে স্রাব বন্ধ করে ইহরাম বাঁধো"। (মুসলিম, হাদীস ২১৩৭)

ঋতুস্রাবের রক্ত সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবের মতোই। তাই উভয়ের বিধান একই হবে। অতএব, ঋতুস্রাবী মহিলা হজ্জ বা উমরাহর নিয়্যাতে মীকাত অতিক্রম করলে সে সেখান থেকে গোসল করে ভালোভাবে কাপড় দিয়ে রক্ত বন্ধ করে ইহরাম বেঁধে ফেলবে। তবে সে মক্কায় পৌঁছে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না।

এ জন্যই আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) উমরাহ অবস্থায় ঋতুবতী হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁকে বলেন:

افْعَلِيْ مَا يَفْعَلُ الْـحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَطُوْفِيْ فِي الْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِيْ.

"হাজ্জীরা যাই করে তুমি তাই করো। তবে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত কা'বা ঘরের তাওয়াফ করো না"। (বুখারী, হাদীস ১৬৫০ মুসলিম, হাদীস ১২১১)

বুখারীর মধ্যে রয়েছে, আয়িশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন পবিত্র হন তখনই তিনি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়াহর সাঈ করেন"। (বুখারী, হাদীস ১৭৮৫)

অতএব, কোন মহিলা ঋতুবতী অবস্থায় হজ্জ বা উমরাহর ইহরাম বাঁধলে অথবা তাওয়াফের আগে তার ঋতুস্রাব আসলে সে গোসল করে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ ও সাঈ করবে না। তবে সে পবিত্রাবস্থায় তাওয়াফ করা শেষে তার ঋতুস্রাব আসলে সে ঋতুবতী অবস্থায় সাঈ চালিয়ে যাবে। অতঃপর সে চুল কেটে তার উমরাহ শেষ করবে। যেহেতু সাফা-মারওয়ার সাঈর জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়।

প্রশ্ন নং ৫৫. জনৈক পুরুষ উমরাহর নিয়্যাতে নিজ স্ত্রীকে নিয়ে ইয়ানবু' থেকে রওয়ানা করে জিদ্দায় পৌঁছালে তার স্ত্রী ঋতুবতী হয়ে যায়। অতঃপর সে পুরুষ একা উমরাহ করে ফেলে। এখন তার স্ত্রীর কী করতে হবে?

উত্তর: তার স্ত্রীকে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে পবিত্র হয়ে উমরাহ করতে হবে। যেহেতু বিদায় হজ্জের সময় সাফিয়্যাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর ঋতুস্রাব

হলে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেন: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "সে কি আমাদেরকে আটকে রাখবে?" সাহাবায়ে কিরাম বললেন: তিনি ইতিমধ্যে হজ্জের তাওয়াফ শেষ করেছেন। তখন নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন: فَلْتَنْفِرْ إِذًا "তাহলে সে যেন রওয়ানা করে"। (বুখারী, হাদীস ৩২৮ মুসলিম, হাদীস ১২১১)

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাণী: أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟ "সে কি আমাদেরকে আটকে রাখবে?" এ কথাই প্রমাণ করে যে, হজ্জ বা উমরাহর তাওয়াফের পূর্বে কোন মহিলা ঋতুস্রাবী হলে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। কেবল পবিত্র হলেই সে উক্ত তাওয়াফ করতে পারবে।

প্রশ্ন নং ৫৬. সাঈর জায়গা কি হারামের অংশ? কোন ঋতুবতী মহিলা কি সাঈর এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে? যে ব্যক্তি সাঈর এলাকায় প্রবেশ করলো তাকে কি তাহিয়্যাতুল-মসজিদ পড়তে হবে?

উত্তর: মূলতঃ সাঈর জায়গা মসজিদে হারামের অংশ নয়। এ জন্যই মসজিদে হারাম ও সাঈর এলাকার মধ্যবর্তী জায়গায় দেয়াল তৈরি করা হয়েছে। যেহেতু এটিকে মসজিদের অধীন করা হলে তাওয়াফের পর কোন মহিলার ঋতুস্রাব আসলে সে আর সাঈ করতে পারবে না। তাই তাওয়াফের পর কোন মহিলার ঋতুস্রাব আসলে সে অবশ্যই সাঈ করে নিবে। তেমনিভাবে সাঈর পর কোন ব্যক্তি মসজিদে হারামে প্রবেশ করলে সে তাহিয়্যাতুল-মসজিদ পড়ে নিবে। আর না পড়লেও কোন সমস্যা নেই। কিন্তু এতো ফযীলতপূর্ণ জায়গায় তা পড়ার সুযোগ হাতছাড়া করা কোনভাবেই কাম্য নয়।

প্রশ্ন নং ৫৭. জনৈকা মহিলা তার সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব শেষ হওয়ার পর সে হজ্জে এসেছে। ইতিমধ্যে তার ঋতুস্রাব শুরু হয়। কিন্তু সে লজ্জাবশত কাউকে তা জানায়নি। ফলে সে এ অবস্থায় অন্যদের সাথে হারামে প্রবেশ করে সালাত আদায় করে এবং তাওয়াফ ও সাঈ করে। এখন সে কী করবে?

উত্তর: কোন মহিলার জন্য ঋতুস্রাব বা সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব অবস্থায় কোথাও সালাত আদায় করা জায়িয নয়। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمِ.

"এমন কি নয় যে, কোন মহিলার ঋতুস্রাব হলে সে আর সালাত ও সওম পালন করে না"। (বুখারী, হাদীস ১৯৫১)

এ ব্যাপারে মুসলমানদের ঐকমত্যও রয়েছে। অতএব, উক্ত মহিলাকে তার শরীয়ত বিরোধী কর্মের জন্য আল্লাহর নিকট তাওবা ও ইস্তিগফার করতে হবে। তাই ঋতুস্রাব অবস্থায় করা তার তাওয়াফ শুদ্ধ হয়নি। তবে তার সাঈ শুদ্ধ হয়েছে। যেহেতু তাওয়াফের আগেও সাঈ হতে পারে। তাই সে মহিলাকে আবারো তাওয়াফ করতে হবে এবং সে বিবাহিতা হলে সেই পর্যন্ত তার স্বামীর সাথে সহবাস করতে পারবে না। আর অবিবাহিতা হলে বিয়ে বসতে পারবে না।

প্রশ্ন নং ৫৮. আরাফার দিন কোন মহিলার ঋতুস্রাব আসলে সে কী করবে?

উত্তরঃ সে তাওয়াফ ছাড়া অন্যান্য কাজ চালিয়ে যাবে। পূর্ণরূপে পবিত্র হলেই সে তাওয়াফ করবে।

প্রশ্ন নং ৫৯. জামারায়ে আকাবায়ে পাথর মারার পর এবং হজ্জের তাওয়াফের পূর্বে কোন মহিলার ঋতুস্রাব আসলে সে কী করবে? স্মরণ রাখা দরকার যে, সে এখন নিজ এলাকায় চলে যেতে বাধ্য। কারণ, সে একটি গ্রুপের অধীন এবং তার জন্য দ্বিতীয়বার আসাও সম্ভব নয়।

উত্তরঃ সে ফিরে আসতে না পারলে সতর্কাবস্থায় প্রয়োজনের তাকিদে তাওয়াফ করে হজ্জকে পরিপূর্ণ করে নিবে।

প্রশ্ন নং ৬০. যদি কোন মহিলা চল্লিশ দিনের আগে সন্তান প্রসবোত্তর স্রাব থেকে পবিত্র হয় তাহলে কি এ অবস্থায় তার হজ্জ শুদ্ধ হবে? আর যদি সে ইতিমধ্যে পবিত্রতার আলামত দেখতে না পায় তাহলে সে কী করবে? অথচ সে এ বছর হজ্জ করার নিয়্যাত করেছে।

উত্তরঃ কোন মহিলা চল্লিশ দিনের আগে পবিত্র হলে সে গোসল করে সব কাজই করবে। এমনকি তাওয়াফও। আর যদি সে পবিত্রতার কোন আলামত দেখতে না পায় তাহলেও এ অবস্থায় তার হজ্জ শুদ্ধ হবে। তবে সে পবিত্র হওয়া পর্যন্ত তাওয়াফ করবে না। কারণ, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ঋতুবতীকে তাওয়াফ করতে নিষেধ করেছেন। সন্তান প্রসবোত্তর স্রাবও তেমনই।

আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিকটি জেনে-বুঝে সে অনুযায়ী আমল করার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত